ভোরের কাগজ

তারিখ .... পৃষ্ঠা .... কলাম ....

NOV. 27 2002

ভিকারুননিসা নূন সায়েন্স ক্লাবের বিজ্ঞান উৎসবে বিভিন্ন স্টলে ছাত্রীদের ভিড়
-ভোরের কাগজ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অভাবে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে : শিক্ষামন্ত্রী

ভিকারুননিসা নূন সায়েন্স ক্লাবের ৭ম বিজ্ঞান উৎসব শুরু

কাগজ প্রতিবেদক : 'যুক্তি ও মনুষ্যত্বের আলোকে বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তির প্রয়োগই হোক উন্নয়নের মূলমন্ত্র'—এ স্লোগানকে সামনে রেখে গতকাল বৃহস্পতিবার ভিকারুননিসা নূন সায়েন্স ক্লাবের সপ্তম বিজ্ঞান উৎসব শুরু হয়েছে। ৩ দিনব্যাপী বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলো উন্নত দেশ থেকে পিছিয়ে আছে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অভাবে। আর এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য স্কুল পর্যায় থেকেই এ বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এ ধরনের বিজ্ঞান উৎসব, বিজ্ঞান মেলাকে উৎসাহিত করতে হবে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের ১০ বিঘা জমি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ দখলে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে যদি কোনো অনিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে তবে সরকার তার সমাধান করবে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ধানমন্ডি শাখার সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ভালো স্কুল সম্প্রসারণ করা মানে দেশের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে সেই স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে। আর শিক্ষার মান রক্ষার ক্ষেত্রে এ স্কুল যেহেতু একটি প্রতীক হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় যতোটুকু সম্ভব সহায়তা দেবে।

শিক্ষামন্ত্রী বিজ্ঞান উৎসবের জন্য প্রতীকী অনুদান হিসেবে ২৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য মেজর (অব.) এম এ মান্নান। ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সায়েন্স ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক রোয়েনা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিচালনা পরিষদের সদস্য এবং সায়েন্স ক্লাবের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির ভাষণে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক রোয়েনা হোসেন আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, উৎসবের ২৬০টি প্রজেক্টের ১ হাজার ৪০ জন ক্ষুদে বিজ্ঞানীর মধ্যে ভবিষ্যতে অনেকেই বড়ো বিজ্ঞানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান উৎসব উপলক্ষে প্রকল্প প্রদর্শনী, উপস্থিত বক্তৃতা এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। উপস্থিত বক্তৃতা ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বাইরের স্কুলকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সাংসদ এম এ মান্নান বলেন, অনুষ্ঠানে আসার আগে আমি ভেবেছিলাম এখানে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান উৎসব হচ্ছে। অর্থাৎ প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বিজ্ঞানচর্চায় এ স্কুল এবং কলেজ এক ধাপ এগিয়ে গেছে বলা যায়।

তিনি স্কুলের ক্লাসরুম সমস্যা এবং অন্য সমস্যাগুলো শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে স্কুল ও কলেজের জমি ফেরত পাওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।